

রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায় - দৈনন্দিন যিকর ওযীফা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

তৃতীয় প্রকার যিকর : সকাল-বিকাল বা সকাল-সন্ধ্যার যিকর - (২) যিকর নং ১০১ : সাইয়েদুল ইস্তিগফার (১ বার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাকতানী, ওয়াআনা ‘আবদুকা, ওয়াআনা ‘আলা- ‘আহদিকা ওয়াওয়া‘অদিকা মাস তাতা‘অতু। আ‘উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা‘তু, আবুউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়াআবুউ লাকা বিযামবি। ফাগফিরলী, ফাইল্লাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থঃ “হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেয়েছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।”

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “এই দু’আটি সাইয়েদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু’আ,

ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

যে ব্যক্তি এই দু’আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে। আর যদি কেউ এই দু’আর অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী হবে।”[1]এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এই দু’আর ক্ষেত্রে ও মাসনুন সকল দু’আর ক্ষেত্রে দু’আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং দু’আ পাঠের সময় অর্থের দিকে মনোযোগ দিয়ে, হৃদয়কে অর্থের সাথে সাথে আলোড়িত করে দু’আ পাঠ করলেই আমরা এ সকল দু’আর পূর্ণ ফযীলত লাভ করতে পারব। আর যদি অর্থ না বুঝি, বা অর্থ বুঝা সত্ত্বেও অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অভ্যাসমতো মুখস্থ পড়ে যাই, তাহলে আমরা এ সকল দু’আর ফযীলত ও উপকার পুরোপুরি লাভ করতে পারব না।

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী ৫/২৩২৩, নং ৫৯৪৭। জামিউল উসূল ৬/২৫৮।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8818>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন